

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ৩১, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৭ পৌষ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৬৯(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৪-৯-১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৮-১২-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ৬৯ নং অধ্যাদেশ

Bangla Academy Ordinance, 1978 বাতিলক্রমে কতিপয়

সংশোধনীসহ ইহা পুনঃ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু Bangla Academy Ordinance, 1978 (Ord. No. XIX of 1978) বাতিলক্রমে কতিপয় সংশোধনীসহ ইহা পুনঃ প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ বাংলা একাডেমি অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(১৭৬৪৫)

মূল্য : টাকা ৬.০০

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই অধ্যাদেশে,—

- (ক) “একাডেমি” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমি;
- (খ) “পরিষদ” অর্থ ধারা ২১ এর অধীন গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদ;
- (গ) “প্রবিধান” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
- (ঘ) “ফেলো” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন পুরস্কৃত বা ভূষিত বলিয়া গণ্য কোনো ব্যক্তি;
- (ঙ) “বিধি” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;
- (চ) “মহাপরিচালক” অর্থ একাডেমির মহাপরিচালক;
- (ছ) “সচিব” অর্থ একাডেমির সচিব;
- (জ) “সদস্য” অর্থ ধারা ১০ এ উল্লিখিত একাডেমির আজীবন সদস্য ও সদস্য;
- (ঝ) “সভাপতি” অর্থ একাডেমির সভাপতি।

৩। একাডেমি প্রতিষ্ঠা।—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বাংলা একাডেমি নামে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) একাডেমি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে ইহার স্বাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্থায়ী নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। একাডেমির প্রধান কার্যালয়।—একাডেমির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং উহা প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে এবং বিদেশে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। প্রধান পৃষ্ঠপোষক।—বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি একাডেমির প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন।

৬। একাডেমির গঠন।—নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একাডেমি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

- (ক) সভাপতি;
- (খ) পৃষ্ঠপোষক;
- (গ) ফেলো;
- (ঘ) আজীবন সদস্য;
- (ঙ) সদস্য; এবং
- (চ) পরিষদের সকল সদস্য।

৭। সভাপতি।—(১) বাংলাদেশের একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক দুই বৎসর মেয়াদের জন্য একাডেমির সভাপতি মনোনীত হইবেন।

(২) সভাপতি যে কোন সময় প্রধান পৃষ্ঠপোষকের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রদ্বারা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৮। পৃষ্ঠপোষক।—(১) প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেশের বয়স্ক সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিল্পপতি বা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একাডেমির পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি একাডেমির তহবিলে এককালীন দশ লক্ষ বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ অর্থ দান করিলে, তিনি একাডেমির অনুমোদন সাপেক্ষে, উহার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া গণ্য হইবেন।

৯। ফেলো।—(১) বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি একাডেমির ফেলো হইবেন।

(২) ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সামাজিক বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য একাডেমি বিধি অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তিকে ফেলো পদে ভূষিত করিতে পারিবে।

১০। আজীবন সদস্য ও সদস্য।—ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সামাজিক বিজ্ঞান অথবা জ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রাখিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একাডেমির আজীবন সদস্য ও সদস্য হইবেন।

১১। ফেলো, আজীবন সদস্য ও সদস্যদের অধিকার ও মর্যাদা ইত্যাদি।—ফেলো, আজীবন সদস্য ও সদস্যগণের অধিকার ও মর্যাদা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে ফেলো ও আজীবন সদস্য বা সদস্য পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

১২। একাডেমির কার্যাবলী।—একাডেমির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

- (ক) জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, লালন ও প্রসার সাধন;
- (খ) জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- (গ) সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারকে সহজায়ন এবং জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে বিদেশী শব্দাবলীর অনুবাদ এবং বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা প্রদান, গ্রহণ এবং উন্নয়ন;
- (ঘ) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর পর্যায়ের গ্রন্থসহ বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পঠনসামগ্রী এবং রেফারেন্স গ্রন্থ, অভিধান, গ্রন্থপঞ্জি ও বিশ্বকোষ প্রণয়ন, অনুবাদকরণ ও সহজলভ্যকরণ।
- (ঙ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং তদুদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও অন্যান্য গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন;
- (চ) গবেষণা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অন্যান্য কার্য সম্পাদন ও প্রতিপালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

- (ছ) যে কোন বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিভাবান লেখক ও গবেষকদের সহায়তা প্রদান এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মৌলিক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান;
- (জ) একাডেমির জন্য সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা সংস্থা বা উভয়কে নিযুক্তকরণ;
- (ঝ) পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান;
- (ঞ) একাডেমির ফেলো, জীবনসদস্য ও সদস্যপদ প্রদান;
- (ট) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চাকে বাংলাদেশের বাইরে প্রচার ও পরিচিত করা এবং বহির্বিদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার সহিত বাংলাদেশের মানুষকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- (ঠ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

১৩। পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান।—(১) একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং সম্মাননা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পুরস্কার এবং সম্মাননা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নেও করা যাইবে।

১৪। বিদেশী নাগরিককে একাডেমির সম্মাননা প্রদান।—একাডেমি সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সামাজিক বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন এইরূপ কোন বিদেশী নাগরিককে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফেলো, আজীবন সদস্য ও সদস্য পদ প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ পদে সম্মানিত কোন বিদেশী নাগরিক একাডেমির কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১৫। একাডেমির বিভাগ।—(১) একাডেমিতে নিম্নবর্ণিত বিভাগ থাকিবে, যথা :—

- (ক) সংস্থাপন ও প্রশিক্ষণ বিভাগ;
- (খ) পাঠ্যপুস্তক বিভাগ;
- (গ) ফোকলোর ও সংগ্রহশালা বিভাগ;
- (ঘ) সংকলন ও পত্রিকা বিভাগ;
- (ঙ) সংস্কৃতি ও জনসংযোগ বিভাগ;
- (চ) প্রেস ও বিপণন বিভাগ;
- (ছ) গ্রন্থাগার বিভাগ; এবং
- (জ) অর্থ, বাজেট ও পরিকল্পনা বিভাগ।

(২) একাডেমি সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নতুন বিভাগ সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিভাগগুলির যে কোন বিভাগ বিলুপ্ত করিতে এবং উহাদের পুনর্বিন্যাস করিতে পারিবে।

(৩) প্রত্যেক বিভাগ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবে।

১৬। গবেষণা কেন্দ্র।—(১) একাডেমির একটি গবেষণা কেন্দ্র থাকিবে।

(২) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষণা, অভিধানসমূহের পরিমার্জনা, বাংলাদেশের সাহিত্যবিষয়ক মৌলিক গবেষণা এবং বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ উক্ত গবেষণা কেন্দ্রের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৭। একাডেমির সভা।—(১) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে একাডেমির বার্ষিক সাধারণ সভা উহার সভাপতির অনুমোদনক্রমে, মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে, স্থানে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) একাডেমির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং সভার কোরামের জন্য অনূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোরামের অভাবে কোন সভা মূলতবি করা হইলে মূলতবি সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) কোন বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে সমাধানের প্রয়োজনে মহাপরিচালক, সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে, একাডেমির বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সভার অনূন পনের দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত সভার কোরামের জন্য অনূন অর্ধেক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) মহাপরিচালক একাডেমির অনূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে, সভাপতির অনুমোদনক্রমে, তলবী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, তলবী সভায় অনূন অর্ধেক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং উক্ত সভা মূলতবী করা যাইবে না।

(৫) সভাপতি একাডেমির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত যে কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) একাডেমির বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনা ও অবহিতকরণের জন্য বার্ষিক বাজেট পেশ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সভার নির্ধারিত তারিখ হইতে অনূন ত্রিশ দিন পূর্বে বার্ষিক বাজেটের একটি অনুলিপি সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) একাডেমির প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১৮। মহাপরিচালক।—(১) একাডেমির একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

(২) সরকার, দেশের প্রথিতযশা কোন শিক্ষাবিদ বা গবেষককে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য মহাপরিচালক পদে নিযুক্ত করিবে এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি দুই মেয়াদের অধিক সময়ের জন্য মহাপরিচালক পদে নিয়োগ লাভের অধিকারী হইবেন না।

(৩) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে মহাপরিচালক স্থায়ী দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উক্ত শূন্য পদে নূতন মহাপরিচালক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্থায়ী দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সচিব মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালক একাডেমির সার্বক্ষণিক মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি—

- (ক) পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও কার্য সম্পাদন করিবেন;
- (খ) পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;
- (গ) একাডেমি ও পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন;
- (ঘ) একাডেমি ও পরিষদের নিকট বার্ষিক বাজেট উপস্থাপন করিবেন;
- (ঙ) প্রতি অর্থ-বৎসরে একাডেমির কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং পরিষদের অনুমোদনের জন্য উহা উপস্থাপন করিবেন;
- (চ) একাডেমির কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন পরিষদের অনুমোদনক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন।

১৯। সচিব।—(১) একাডেমির একজন সচিব থাকিবেন।

(২) সচিব, সরকারের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(৩) সচিব মহাপরিচালককে তাহার যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রমে সহায়তা করিবেন।

২০। একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী।—একাডেমি উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২১। কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন।—(১) একাডেমির প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং এই অধ্যাদেশের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিবার জন্য একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকিবে।

(২) পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

- (ক) মহাপরিচালক, যিনি পদাধিকার বলে পরিষদের সভাপতিও হইবেন;
- (খ) বাংলাদেশের দুইটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দুইজন বিভাগীয়-প্রধান এবং একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একজন বিভাগীয়-প্রধান, যাহারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন;
- (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্র হইতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা সমমর্যাদা-সম্পন্ন দুইজন বিশেষজ্ঞ, যাহারা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন;
- (ঘ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য উপ-সচিব পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
- (ঙ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য উপ-সচিব পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
- (চ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য উপ-সচিব পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
- (ছ) একাডেমির সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত সাতজন সদস্য; এবং
- (জ) সচিব, যিনি পরিষদের সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুন না কেন, পরিষদ প্রয়োজনবোধে, দেশের দুইজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে পরিষদের সদস্য হিসাবে সহযোজন (Co-opt) করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (ঘ), (ঙ), (চ) এবং (জ) তে উল্লিখিত সদস্য ব্যতীত অন্যান্য সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ হইবে তাহাদের মনোনয়ন বা নির্বাচন, বা ক্ষেত্রমত, সহযোজনের তারিখ হইতে তিন বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত এবং সহযোজিত সদস্যগণ যে কোন সময় চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে এবং মনোনীত সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) পদত্যাগ বা মৃত্যুজনিত কারণে কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে মনোনয়ন, নির্বাচন বা, ক্ষেত্রমত, সহযোজনের মাধ্যমে, উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপে মনোনীত, নির্বাচিত, বা ক্ষেত্রমত, সহযোজিত সদস্যগণ তাহার পূর্বসূরীর অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, তিন মাসের কম মেয়াদের জন্য কোন শূন্য পদ পূরণের প্রয়োজন হইবে না।

২২। পরিষদের কার্যাবলী।—পরিষদের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

- (ক) একাডেমির সম্পত্তি ও তহবিল গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা;
- (খ) বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করা;
- (গ) কোন পদ বা পদসমূহ সৃষ্টি, বিলোপ বা সংযুক্ত করা;

- (ঘ) জনবল নিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন করা;
- (ঙ) একাডেমির বার্ষিক সাধারণ সভায় বার্ষিক বাজেট পেশ করা; এবং
- (চ) একাডেমি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।

২৩। পরিষদের সভা।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ প্রতি চার মাসে অন্যান্য একবার সাধারণ সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান পরিষদের সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) পরিষদের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কোন বিষয় জরুরী ভিত্তিতে সমাধানের প্রয়োজনে সভাপতি, পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে, যে কোন সময় বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সভার কোরামের জন্য পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৫) সভাপতি পরিষদের সকল সভার সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত কোন সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) পরিষদের সাধারণ সভা এবং বিশেষ সভার বিজ্ঞপ্তি সভাপতির নির্দেশে সচিব কর্তৃক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে সাত দিন এবং বিশেষ সভার ক্ষেত্রে তিন দিন পূর্বে জারী করিতে হইবে।

(৮) পরিষদের কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা পরিষদ গঠনে কোন ক্রটির জন্য পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

২৪। একাডেমির তহবিল।—(১) একাডেমির একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

- (ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (খ) সদস্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদা;
- (গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (ঘ) একাডেমি কর্তৃক অন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
- (ঙ) সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কোন বিদেশী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
- (চ) একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও রয়্যালটি; এবং
- (ছ) একাডেমি কর্তৃক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ।

(২) একাডেমির তহবিল কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়মনীতি ও বিধি বিধান, যদি থাকে, অনুসরণ করিতে হইবে।

২৫। **বার্ষিক বাজেট বিবরণী।**—একাডেমি, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে একাডেমির কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, উহার উল্লেখ থাকিবে।

২৬। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) একাডেমি যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতিবৎসর একাডেমির হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি কপিয়া কপি সরকার ও একাডেমির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, একাডেমির সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং একাডেমি বা পরিষদের যে কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২৭। **প্রতিবেদন।**—একাডেমি প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণসম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং সরকার প্রয়োজনবোধে, একাডেমির নিকট হইতে একাডেমির যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিত পারিবে এবং একাডেমি উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৮। **তদন্তের ক্ষমতা।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একাডেমির সার্বিক কর্মকাণ্ড বা কোন বিশেষ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য সরকার অন্যান্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কমিটি, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, তদন্তের বিষয়ে উহার প্রতিবেদন সরকার বরাবর দাখিল করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে সরকার একাডেমিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৯। **সরকারী নির্দেশ, ইত্যাদি।**—সরকার, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, একাডেমিকে নির্দেশমূলক পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

৩০। ক্ষমতা অর্পণ।—যারা ৩৩ এর অধীন প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যতিরেকে, পরিষদ এই অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক যে ক্ষমতার অধিকারী, তাহা প্রয়োজনবোধে, মহা-পরিচালক বা একাডেমির অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৩১। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।—এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সভাপতি, সদস্য, মহাপরিচালক, পরিষদের সদস্য বা একাডেমির অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৩২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—সরকার, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৩। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একাডেমি, সরকারের পূর্ণানুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং এই অধ্যাদেশ বা বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) Bangla Academy Ordinance, 1978 (Ord. No. XIX of 1978), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্ত Ordinance রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) উক্ত Ordinance এর অধীন গঠিত Bangla Academy, অতঃপর বিলুপ্ত Academy বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীন একাডেমি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত Academy এর সভাপতি, পৃষ্ঠপোষক, ফেলো, আজীবন সদস্য ও সদস্য যথাক্রমে একাডেমির সভাপতি, পৃষ্ঠপোষক, ফেলো, আজীবন সদস্য ও সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন;

(গ) এই অধ্যাদেশের অধীন পরিষদ গঠন কিংবা বিলুপ্ত Academy-এর সদস্যগণের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত, দুইটির মধ্যে যাহা আগে ঘটিবে, বিলুপ্ত Academy-এর পরিষদ একাডেমির পরিষদ হিসাবে গণ্য হইবে;

(ঘ) বিলুপ্ত Academy এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি এবং দ্রাবর ও অদ্রাবর সম্পত্তি, নগদ অর্থ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, তহবিল ও অন্য সকল দাবী ও অধিকার একাডেমিতে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে এবং একাডেমি উহার অধিকারী হইবে;

- (ঙ) বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিলুপ্ত Academy এর যে সকল ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব ছিল তাহা একাডেমির ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব হইবে;
- (চ) বিলুপ্ত হইবার পূর্বে বিলুপ্ত Academy কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা-মোকদ্দমা চালু ছিল, সেই সকল মামলা-মোকদ্দমা একাডেমি কর্তৃক বা একাডেমির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
- (ছ) কোন চুক্তি, দলিল বা চাকুরীর শর্তে যাহাই থাকুক না কেন, বিলুপ্ত Academy এর মহাপরিচালক, সচিব এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী একাডেমিতে স্থানান্তরিত হইবে এবং তাহারা, ক্ষেত্রমত, সরকার বা একাডেমি কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহারা এইরূপ স্থানান্তরের পূর্বে যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, সরকার বা একাডেমি কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, অনুরূপ একই শর্তে একাডেমির চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।

তারিখ : ১৪-৯-১৪১৫ বঙ্গাব্দ
২৮-১২-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব।